সমকাল

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ঢাবির বিজয় একাত্তর হল

তিন লিফটে ত্রুটি ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

■ রেজা আকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক 'বিজয় একাত্তর হল' চালু হয় গত বছর। প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত এ হলে অবস্থান করছেন এক হাজারেও বেশি ছাত্র। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওঠানামার সুবিধার জন্য ১১তলাবিশিষ্ট হল ভবনে রয়েছে ছয়টি লিফট। কিন্তু এর তিনটিই ত্রুটিপূর্ণ। পদ্মা-১, যমুনা-২ ও হাউস টিউটর-২ নামের এ তিন লিফটের ত্রুটি কয়েকবার সারানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। লিফট সারিয়ে তুলতে কয়েক দফা মৌখিক নির্দেশনা ও চিঠি দেওয়া হলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হল প্রশাসন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও লিফট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান একে অন্যেকে দোষারোপ করছে। ঝুঁকি নিয়ে লিফটে ওঠানামা করছেন শিক্ষার্থীরা।

যমুনা-২ লিফটের দায়িত্বে থাকা এক কর্মচারী বলেন, গত ৩০ জুলাই দুপুরে ছাত্ররা লিফট দিয়ে নামার সময় সেটি সমতল থেকে ১ ফুট নিচে নেমে যায়। এ সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

২০১০ সালের জুন মাসে মাস্টারদা সূর্যসেন হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের মাঝের জায়গায় ১১তলাবিশিষ্ট বিজয় একাত্তর হলের নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে হল চালু করা হয়। এ হলের নির্মাণকাজ করে তমা কনস্ট্রাকশন। হল উদ্বোধনের পর থেকেই তিনটি লিফট নিয়ে বিভিন্ন ত্রুটির অভিযোগ আসতে থাকে। শিক্ষার্থীদের কয়েক দফা অভিযোগের ভিত্তিতে নিরাপত্তার স্বার্থে এসব ত্রুটি মেরামতে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর চিঠি দেন হলের প্রাধ্যাক্ষ অধ্যাপক ড. এজেএম শফিউল আলম ভূঁইয়া। চিঠিতে বলা হয়, ছয়টি লিফটের তিনটিতে স্থাপনের পর থেকেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এদিকে, লিফটে ত্রুটির কারণে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের জামানতের (লিফট ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বাবদ) ৭০ লাখ টাকা আটকে রেখেছে হল প্রশাসন। তবে লিফটের ত্রুটির দায় নিতে রাজি নয় নির্মাণকারী ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৩

তিন লিফটে ত্রুটি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

তমা কনস্ট্রাকশন। প্রতিষ্ঠানটির প্রকল্প সমন্বয়কারী মোখলেসুর রহমান সমকালকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দপ্তর থেকে যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই নমুনা (স্যাম্পল) দেখিয়ে লিফট স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনের পর কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, সেগুলো সারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পর আবার ত্রুটি দেখা দিলে আমরা নিরপেক্ষ একটি বিশেষজ্ঞ দল দিয়ে লিফটগুলো পরীক্ষা করানোর অনুরোধ জানিয়েছি।

জানা গেছে, তমা কনস্ট্রাকশন ছয়টি লিফট ক্রয় করেছে 'চ্যালেঞ্জার এলিভেটর অ্যান্ড এস্কেলেটর' নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে। ওই প্রতিষ্ঠান বেশ চড়া দামে নিম্নমানের লিফট সরবরাহ করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক কামরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'আমাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা হল কর্তৃপক্ষের চুক্তি হয়নি। আমরা তমা কনস্ট্রাকশনের কাছে লিফটগুলো সরবরাহ করেছি। আমাদের লিফটের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহ নেই। লিফটের ত্রুটি নির্ধারণে হল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোনো বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারে।'

বিজয় একাত্তর হলের কয়েক শিক্ষার্থী জানান, পদ্মা-১ লিফটে ১৫-২০ ছাত্র ওঠানামা করেন। এক হাজার কেজি ওজন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন লিফটি অতিরিক্ত ওজনের কোনো সংকেতই দেয় না। যমুনা-২ লিফটে মাঝে মাঝে ৭ নম্বর বাটন চাপলে লিফট ৯ তলায় গিয়ে থামে।

এ ব্যাপারে বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যাক্ষ এজেএম শফিউল আলম ভূঁইয়া সমকালকে বলেন, 'তিনটি লিফটের ত্রুটি নিয়ে বেশ অভিযোগ ওঠায় আমরা হলের ছয়টি লিফট এখনও বুঝে নিইনি। আর ত্রুটির বিষয়ে যেহেতু কেউ কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না, তাই একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দল দিয়ে লিফটগুলো পরীক্ষা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।